

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ডবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সপ্তবর্ণী' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ডবইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

ফুটপাত	—	শহরের বড় বড় রাস্তার দুই পাশে পায়ে চলার জন্য নির্দিষ্ট পথ বা স্থান।
কঠিন	—	শক্ত, দৃঢ়, অনমনীয়।
দিনভর	—	সারা দিন।
কষ্ট	—	দুঃখ, ক্রেশ, বেদনা।
মস্ত	—	প্রকাণ্ড, বিরাট, বিশাল।
নির্ঘাত	—	অবশ্য, নিশ্চয়, নিঃসন্দেহে, নিশ্চিতভাবে।
সাবধান	—	সতর্ক, হুঁশিয়ার, মনোযোগসম্পন্ন, অবহিত।
অসহ্য	—	সহ্য করা যায় না এমন, অসহনীয়, দুঃসহ।
যন্ত্রণা	—	পীড়া, যাতনা, ক্রেশ, দুঃখ, বেদনা।

আবছা	—	অস্পষ্ট, স্পষ্ট নয় এমন।
ছ্যাচড়া	—	প্রতারক, অসৎ, দুর্ভেদ্য, ইতর প্রকৃতির।
অদ্ভুত	—	আশ্চর্যজনক, বিস্ময়কর, চমৎকার, অসাধারণ।
অবাক	—	নির্বাক, বাক্যহীন, মুক।
অবধি	—	থেকে, হতে, পর্যন্ত, সীমা, শেষ, পার।
জিত	—	জয় করা হয়েছে এমন, জয়, বিজিত।
আশ্চর্য	—	অদ্ভুত, বিস্ময়কর।
মিছিল	—	শোভাযাত্রা।
ক্ষুদে	—	ক্ষুদ্র, অতি ছোট।
টোকাই	—	স্থায়ী ঠিকানা ও পরিচিতিহীন পথে বেড়ানো অনাথ নিঃশেষ ছেলে-ছোকরা যারা পথের ধারে ফেলা জঞ্জাল থেকে পরিত্যক্ত শিশি-বোতল কিংবা কাগজের টুকরো সংগ্রহ করে, এমনকি খাদ্য কুড়িয়ে খায়; টোকায় বা টোকানোর কাজ করে যে।
উদাম	—	নগ্ন, উলঙ্গ।
বুলি	—	কথা, শব্দ, বাক্য, বোল, ভাষা।

বানান সতর্কতা (যেসব শব্দের বানান ভুল হতে পারে)

জ্বর, ভিখ, ছেঁড়া, এঁটোপাতা, কষ্ট, ধোঁয়া, কুয়াশা, উচু, ইম্পাত, শব্দ, সুরলহরি, দুফু, মস্ত, খাদ, নির্ঘাত, ডাঙা, বনজঙ্গাল, অন্ধকার, ঝিঝি, কাঁটা, উবু, অসহ্য, যন্ত্রণা, শিশির, ছ্যাচড়া, হাফপ্যান্ট, আধখসা, খেঁকশোয়াল, দৌড়, অদ্ভুত, ঝুটি, শক্ত, কাঠবেড়ালি, তুলোমিঠে, লক্ষ্মীসোনা, শরীর, জ্বলা, আঁচড়, গর্ব, আশ্চর্য, সুন্দর, দক্ষিণ, গুচ্ছ, ঠোট, ভিড়, ক্ষুদে, চাদর, গাড়, জন্মবোবা।

কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান শিক্ষকের সহায়তায় নিজে করি

ক ▶ শহিদ দিবসের ওপর শিক্ষার্থীরা আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-১২

উত্তর : শহিদ দিবসের ওপর শ্রেণিকক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন কর।

যেভাবে করবে :

১. প্রথমে কয়েকজন মিলে সিদ্ধান্ত নাও।
২. প্রধান শিক্ষক বরাবর আবেদন কর।
বিষয় লিখবে 'শহিদ দিবসের ওপর শ্রেণিকক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানের অনুমতি চেয়ে আবেদন'। আবেদনপত্রে প্রধান শিক্ষককে অথবা শ্রেণিশিক্ষককে তোমাদের আলোচনা অনুষ্ঠানের সভাপতি করার কথা লিখবে। তোমরা চাইলে তোমাদের কয়েকজন শিক্ষককেও বিশেষ অতিথি করতে পার।
৩. আবেদনপত্র গৃহীত হলে তোমরা নিজেদের উদ্যোগে অনুষ্ঠানের মতো করে শ্রেণিকক্ষের সামনের কয়েকটি বেঞ্চে সরিয়ে ডানে বামে রেখে জায়গা খালি করে নাও, একটা লম্বা টেবিল কাপড় দিয়ে ঢেকে নাও, কয়েকটা চেয়ার বসে। সভাপতির চেয়ারটা মাঝখানে রেখে দুপাশে কমপক্ষে ২টি চেয়ার রাখ। পেছনে কাগজে লিখে ব্যানার তৈরি করে নাও।
৪. একজন অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নাও। দুজন তার সহযোগী হও। যারা আলোচনা করতে আগ্রহী তাদের নামের তালিকা কর।
৫. একটু রিহার্সাল করে নাও, যাতে সবার সামনে কথা বলতে গিয়ে সমস্যা না হয়।
৬. সবাইকে বসিয়ে দাও।

৭. অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি/সভাপতির আসনগ্রহণ পর্ব শেষ কর। শোকের জন্য কালো ব্যাজ পরে নাও।
৮. আসন গ্রহণের পর শহিদ দিবস সম্পর্কে দু-এক কথা বলার পর সবাই দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করে শহিদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কর এবং সময় শেষ হলে যথারীতি আলোচনার জন্য ক্রমানুসারে মঞ্চে ডাক।
৯. সভাপতির ভাষণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ কর।
১০. অনুষ্ঠান শেষে সবাই সবার প্রশংসা কর এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে পরবর্তী কোনো একটি দিবসকে সামনে রেখে অনুষ্ঠান করার অঙ্গীকার কর এবং শ্রেণিকক্ষটি আগের মতো সাজিয়ে রাখ। মনে রাখবে, এ অনুষ্ঠান স্কুল ছুটির সময়ের মধ্যেই করবে।

খ ▶ শহিদ দিবস উপলক্ষে ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটিকা ইত্যাদির সমন্বয়ে দেয়ালিকা প্রকাশ করবে। ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-১২

উত্তর : দেয়ালিকা হচ্ছে এক ধরনের পত্রিকা। এটি হাতে লিখে দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এটি নোটিশ বোর্ডের মতো, তবে নোটিশ নয়। এটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কোনো দিনকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়। দেয়ালিকার লেখা সুন্দর হতে হয়। তোমাদের মধ্যে যার হাতের লেখা সুন্দর সে এক-একটা রঙিন কাগজে সবার লেখা লিখে সুবিধামতো একটার পর একটা লাগিয়ে দেয়ালিকা তৈরি কর। মনে রাখবে, যারা এতে লেখা দেবে তাদের লেখা যেন বেশি বড় না হয় (১০০-২০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে)। তোমার শিক্ষক মহোদয়কে জানিয়ে কোন লেখাগুলো প্রকাশযোগ্য তা যাচাই-বাছাই করে নাও। তোমরা বড় আর্ট পেপারের উপর আঠা দিয়ে লেখা কাগজগুলো লাগিয়ে দেয়ালিকা তৈরি করতে পার।



অনুশীলন



সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ গদ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি—এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি মূল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

- লখা কখন তার ঘিদের কষ্ট ভুলে যায়—
 (ক) ঘুমতে গেলে (খ) মাকে কাছে পেলে
 (গ) খেলার সঙ্গী পেলে (ঘ) প্রভাতফেরির গান শুনলে
- লখাকে চোখ-কান বুজে দৌড় শুরু করতে হলো, কারণ—
 (ক) সে ভয় পেয়েছিল
 (খ) বাইরে অশ্রুকার ছিল
 (গ) তাকে ফুল আনতে হবে
 (ঘ) মায়ের কাছে ফিরে যেতে হবে
- উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 বাবার সাথে প্রভাতফেরিতে এসেছে দিপু। ওর হাতে একটা টকটকে লাল গোলাপ। ওর কণ্ঠে গানের সুর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো'। ও লাল গোলাপটিকে শহিদ মিনারের সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িতে রাখতে চায়।
- লখা ও দিপুর মধ্যে যে বিষয়ে মিল আছে তা হলো—
 (ক) শহিদ মিনারে আসা মানুষ দেখার ইচ্ছা
 (খ) শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর আবেগ
 (গ) প্রতিবন্ধকতা দূর করার অদম্য বাসনা
 (ঘ) শহিদ দিবসের গান গাওয়ার আগ্রহ
- দিপু ও লখা দুজনেই শহিদ দিবস উদযাপন করেছিল; তবুও লখাই প্রমাণ করেছে যে—
 i. ভালোবাসার অনুভূতি প্রতিবন্ধকতার চেয়ে শক্তিশালী
 ii. আত্মবিশ্বাস দ্বারা বাধাকে অতিক্রম করা যায়
 iii. শিশুরা অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১নং প্রশ্নের উত্তর

- লখা রাতে ফুটপাথের ঠাণ্ডা শানে ঘুমায়।
- ফুল নিয়ে লখা মাটিতে নেমে আসার পর মনে করে সে জিতে গেছে এবং গর্বে তার বুক ফুল ওঠে।
 • লখা প্রতিদিন ফুটপাথে ঘুমায়। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারির দিন সে খুব ভোরে মায়ের কাছ থেকে উঠে পড়ে। বনে একটি কাঁটায়ুত গাছে উঠে রক্তলাল ফুল তুলে আনে। কাঁটার আঘাতে তার সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায় কিন্তু এতকিছুর পরও সে ফুল পেড়ে আনতে পেরেছে বলে নিজেকে জয়ী ও গর্বিত মনে করে।
- লখা এবং ইশতিয়াক দুজনের কাছে শহিদ দিবস ভিন্ন আঙ্গিকে এসেছে।
 • বাংলাদেশে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য এদেশের ছাত্রজনতা জীবন দান করেন। তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থেই শহিদ দিবস পালিত হয়।
 • উদ্দীপকের ইশতিয়াক বৃত্তি নিয়ে জাপানে লেখাপড়া করতে চলে যাওয়ায়, শহিদ দিবস উদযাপন করতে পারবে না বলে সে মনে করে। তাই সে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও তার ইতিহাস সহপাঠীদের কাছে তুলে ধরার পরিকল্পনা করে। অপরদিকে 'লখার একুশে' গল্পের লখা ভোররাতে কাঁটায়ুত গাছ থেকে রক্তলাল ফুল সংগ্রহ করে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তাই বলা যায় যে, অবস্থানগত দিক দিয়ে লখা এবং ইশতিয়াক দুজনের কাছে শহিদ দিবস ভিন্ন আঙ্গিকে এসেছে।
- "ইশতিয়াকের শহিদ দিবস উদযাপনের আকাঙ্ক্ষা লখার শহিদ দিবস উদযাপনের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন।"— মন্তব্যটি যথার্থ।
 • ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র-জনতা মিছিল বের করে। পাকিস্তানি পুলিশ বাহিনী সেই মিছিলের ওপর গুলি চালায়। এতে রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতসহ অনেকে শহিদ হন। তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আমরা এদিন শহিদ দিবস পালন করি।
- উদ্দীপকের ইশতিয়াকের শহিদ দিবস উদযাপন করার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও সে জাপানে অবস্থান করায় সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ইশতিয়াকের আকাঙ্ক্ষা লখার আকাঙ্ক্ষার নামান্তর। কারণ লখা শীত উপেক্ষা করে খালি গায়ে গাছ থেকে ফুল সংগ্রহ করে শহিদ দিবস উদযাপন করেছে।
- ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে একটি তাৎপর্যময় দিন, কারণ এই দিনে ভাষার জন্য বাংলার দামাল ছেলেরা শহিদ হয়েছেন। তাই প্রতিবছর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় মহান একুশে উদযাপন করা হয়— যেমন করেছে আলোচ্য গল্পের লখা। তার উদ্দেশ্য মহান শহিদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা। যে আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপকের ইশতিয়াকের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, ইশতিয়াকের শহিদ দিবস উদযাপনের আকাঙ্ক্ষা লখার শহিদ দিবস উদযাপনের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ইশতিয়াক এবার বৃত্তি নিয়ে জাপানে লেখাপড়া করতে চলে আসায় শহিদ দিবস উদযাপন করতে পারবে না। অথচ প্রতিবছর সে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করত— বক্তৃতা, আবৃত্তি, আলোচনা শুনত, সে-কথা মনে করে তার চোখ জলে ভরে আসে। মনে মনে কিছু করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে। অতঃপর ইশতিয়াক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও তার ইতিহাস সহপাঠীদের কাছে তুলে ধরার পরিকল্পনা করে।

- ক. লখা রাতে কোথায় ঘুমায়?
- খ. 'জিতে গেছি আমি। গর্বে বুক ফুলে ওঠে লখার।'— কথটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
- গ. 'লখা ও ইশতিয়াক দুজনের কাছে শহিদ দিবস ভিন্ন আঙ্গিকে এসেছে।'— ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. 'ইশতিয়াকের শহিদ দিবস উদযাপনের আকাঙ্ক্ষা লখার শহিদ দিবস উদযাপনের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন।'— বিশ্লেষণ কর।